

মি. হালদার যদি বিষফোঁড়া হন তাহলে সাঈদী তো মরণব্যাদী

ক্যানসার

স দে রা সু জন

(আমার এই লেখায় বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিদিন অসংখ্য ধর্মীয় জিজ্ঞা তৎপরতার সংবাদ আর ছবির মধ্যে মাত্র দু’চারটি সাম্প্রতিক ছবি, সম্পাদকীয় এবং ইন্টারনেট সংস্করণের ক্লিপ কাটিং তুলে ধরেছি পাঠকদের সহজে অনুধাবন করার জন্যে)

‘সুধাংশু বাবু বিষফোঁড়া, অপসারণ চাই- চারদলীয় জোট’

‘পিরোজপুর ১ আসনের দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর নির্বাচন হাইকোর্টে বাতিল ও সুপ্রীমকোর্টের রায় স্থগিতাদেশের প্রেক্ষিতে পিরোজপুর শহরে জামায়াত বিএনপি সমন্বয়ে মিছিল, সভা সমাবেশ, সাংবাদিক সম্মেলন করে আন্দোলনের নামে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তোলে। এতে নাজিরপুর ও পিরোজপুরের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে। গত ১৪ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের এক আদেশে পিরোজপুর-১ আসনের নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করলে পিরোজপুর জামায়াত ও বিএনপি মিছিল, সভা-সমাবেশ করে। মিছিলে অশালীন শ্লোগান আর সমাবেশে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের পয়িতারা চালায়। তারা মামলার বাদী আওয়ামী লীগ নেতা সুধাংশু শেখর হালদার সম্পর্কে নানা কুটুক্তি করে সাম্প্রদায়িক বক্তব্য রাখে। এসব কার্যকলাপের প্রতিবাদ করতে আওয়ামী লীগ মিছিল বের করলে আইনশৃঙ্খলার অজুহাতে পুলিশ তা পন্ড করে দেয়। হাইকোর্টের রায় সুপ্রিমকোর্ট স্থগিত আদেশ দিলে পিরোজপুরে ৪ দলীয় জোট এক মিছিল বের করে ১৭ সেপ্টেম্বর, মিছিল শেষে কিছুসংখ্য লোকের সমাবেশে বিএনপির এক শীর্ষ স্থানীয় নেতা বলেন, সুধাংশু বাবু সারা দেশের এবং পিরোজপুরের জন্য বিষফোঁড়া। এ বিষফোঁড়া ক্ষতিকর, তাই তা অপসারণ করতে হবে। তিনি আরো বলেন সুধাংশু হালদার কে হেদায়েতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। নতুবা তাঁকে নম্রুদের মতো ধ্বংস করার জন্য আর্জি জানান।’ যুগান্তর/ ভোরের কাগজ/ আজকের কাগজ/ প্রথম আলো/জনকণ্ঠ-১৮.৯.২০০৩

প্রিয় পাঠক, আজকের আমার এই লেখা এই সংবাদের ভিত্তিতে। একই সংবাদ বাংলাদেশের প্রায় ইন্টারনেটের প্রতিটি দৈনিক সংবাদ পত্রের শিরোনাম হয়েছে। এ সম্পর্কে আমার লেখা র কোনই ইচ্ছা ছিলো না, কিন্তু এজন্যে লিখছি যে ৪ দলীয় জোটের নেতা-কর্মীদের মধ্যে যে আইনের শাসন আর আইনের প্রতি কোনও শ্রদ্ধাশীল নয়। জোর করে তারা ক্ষমতায় থাকতে চায়। জোর করে মানুষের ওপর ধর্মকে চাপিয়ে দিতে চায়। নির্বাচনী ব্যয়ে অনিময়, আচরণবিধি লঙ্ঘন, মিথ্যাচার, সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি বিনষ্টকারী বক্তব্য প্রচারপত্র বিলিসহ বিভিন্ন অপকর্ম আর অপরাধ প্রমোদিত হওয়ায় জামায়াতের সংসদীয় দলের উপনেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর নির্বাচন বাতিল করেছে হাইকোর্ট গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩ ফলে রাজাকার ৪ দলীয় জোটের নেতাকর্মীরা হাইকোর্টের সেই রায় মেনে নিতে পারেনি বলেই পিরোজপুর এলাকার জামায়াত-বিএনপি জোট মি. সুধাংশু শেখর হালদারকে সেই এলাকায় অব্যাহত ঘোষণা করে চিরতরে সেই এলাকাছাড়া করার হুমকি দিয়েছে এবং মি হালদারকে আল্লাহ হেদায়েত করার জন্য জোট দলের লোকেরা প্রার্থনা করেছে। এখন প্রশ্ন হলো ৪ দলীয় জোটের নেতারা কী করে মি. হালদারকে পিরোজপুর থেকে চিরতরে সরিয়ে দিবেন? তা-কি দেশের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের মতো তাঁকে খুন করে ঘুম করা হবে! যদিও ৪ দলীয় জোটের নেতা কর্মীদের জন্য তা মোটেও শক্ত কাজ নয়, কারণ সারা দেশে এখন হত্যার রাজনীতি চলছে, চট্টগ্রামের প্রবীন শিক্ষক মুক্তিযোদ্ধা গোপালকৃষ্ণ মুহুরী, পাবনার সাবেক এমপি মমতাজ উদ্দীন খুলনার মঞ্জুরুল ইমাম, কিনাইদহের এসকে মুখার্জী থেকে শুরু করে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া সারা দেশব্যাপী ২৪ মাসে ৩৫ হাজার মানুষকে খুন করেছে, ১৪ হাজার মা-বোন কে ৪ দলীয় জোটের সন্ত্রাসীরা ধর্ষন করেছে। সুতরাং বিএনপি জোটের কাছে একজন হালদারকে চিরতরে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া কোন শক্ত কাজ কি? এছাড়া প্রধানমন্ত্রী আর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীতো সন্ত্রাসী-খুনিদের নিজের লোক। খুন করলেও বিচার হবে না বরং খুনের পুরস্কার হিসেবে জুটবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বর্গর্বে হয়তো আবারো ‘বলবেন আওয়ামী লীগরাই আওয়ামী লীগদেরে হত্যা করছে’ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে ক্ষমতায় থাকার জন্য বার বার মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন তিনি নিজেই সারা দেশে ধর্মীয় সুরসুরি দিয়ে অপপ্রচার চালিয়ে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করছেন, ইসলামি জিজ্ঞা সংগঠনের মদদ দিচ্ছেন সরলমনা ধর্মভীরু মানুষকে ধর্মান্ধ করার চেষ্টা করছেন শুধু ক্ষমতায় থাকার জন্যে তিনি কখনো বলেন ‘আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে মসজিদে আজানের ধ্বনি শোনা যাবে না উলুধ্বনি শোনা যাবে’ সংবিধান থেকে বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে’ বলেছেন তা মোকাবেলা করার জন্য নিজ দল বিএনপির নেতা-কর্মীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন ফলেই ইসলামী জিজ্ঞাদের অস্ত্রের ঝনঝনানিতে সারাদেশে কম্পমান, তাদের গোপন আস্তানা ট্রেনিং ক্যাম্প এবং মিনি যুদ্ধক্ষেত্র এখন সারাদেশে বিস্তারলাভ করেছে। বাংলাদেশের মানুষ জানে বুঝে যে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী বার বার ধর্মের নামে বাংলাদেশের জনগণকে প্রতারিত করে তাঁর প্রয়াত স্বামী জিয়ার মতো চালাকি করে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করছেন এতে পবিত্র ধর্ম কে শুধু ব্যবহার করছেন ধর্মকে শ্রদ্ধা করে নয় ধর্মকে ভালবেসে নয়। বাংলাদেশের জন্মের ৩২ বছরের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রমধর্মী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খুনিদেরকে রাজনৈতিক মামলা হিসেবে মুক্তি দিয়ে দিচ্ছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি নিজেই সন্ধ্যা বলেছেন ‘বিএনপি’র নেতাকর্মীদের ৭০ হাজার মামলা খারিজ করে দিয়েছি’ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী গত সরকারের আমলে বিএনপির নেতাকর্মীদের নামে দায়ের করা ৭০ হাজার মামলা খারিজ করে দিয়েছেন। মঙ্গলবার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের সম্মেলনে তিনি নিজেই এ তথ্য প্রকাশ করেছেন! সম্মেলনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিএনপি নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘আমি ৭০ হাজার মামলা খারিজ করে দিয়েছি। এখনও কারও নামে মামলা থাকলে কাগজপত্র নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এলেই দু’সপ্তাহের মধ্যে মামলা খারিজ করে দেয়া হবে।’ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে দেয়া বক্তৃতায় বিরোধী দলকে সংসদে যোগদান অথবা মাঠে-ঘাটে-রাস্তায়-ধানক্ষেতে সরকারি দলের সঙ্গে সম্মুখ সমরে আসারও আহ্বান জানিয়েছেন। বর্তমান সরকারের পদত্যাগের জন্য বিরোধী দলের দাবিকে তিনি আখ্যায়িত করেছেন ছেলের হাতের মোয়া’ হিসেবে আর ‘মামার বাড়ির আবদার’। যুগান্তর-২৬.৯.২০০৩

পাঠক, বুঝুন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দেওয়া বক্তব্য কতইনা উগ্র আর বিশ্রী। কোন সভ্য দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কি এধরনের বক্তব্য রাখতে পারেন? তিনি নিজে স্বীকার করলেন ৭০ হাজার মামলা খারিজ করে অর্ধ লক্ষাধিক সন্ত্রাসীদের মুক্তি দিয়েছেন। এদের মধ্যে খুন-ধর্ষন-অগ্নিসংযোগ-ডাকাতি-অপহরণসহ রাক্ষসদ্রোহিতার মামলা রয়েছে। একটি দেশের প্রধান মন্ত্রী কিংবা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদে থেকে কেউ যদি সন্ত্রাসীদেরকে সহযোগিতা করে

মামলা থেকে অব্যাহতি দেয় তাহলে সে দেশে কোনদিন সম্ভ্রাস বন্ধ হবে কি? সে দেশের মানুষ কী কখনো শান্তি আশা করতে পারে? স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর উপরোক্ত বক্তব্য সম্ভ্রাসের মতো নয় কি?

পিরোজপুর এলাকার পর পর ক'বারের নির্বাচিত এমপি ছিলেন মি. সুধাংশু শেখর হালদার। মি. সুধাংশু শেখর হালদার বাংলাদেশের একজন বিজ্ঞ পার্লামেন্টেরিয়ান হিসেবে খ্যাত এবং একজন প্রবীন আইনজীবী। শুধু ২০০১ সালের অক্টোবরে অষ্টম জাতীয় সংসদের নির্বাচনে তিনি মাত্র কয়েক হাজার ভোটের ব্যবধানে হেরে যান, না- বলা যায় জোর করে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে মানুষকে ভয়ভীতি দেখিয়ে, প্রায় অর্ধকোটি টাকা খরচ করে, সরলপ্রাণ ধর্মভীরু মানুষকে উগ্র ধর্মীয় অনভূতি ছড়িয়ে, বঙ্গবন্ধু-বাংলাদেশ আর আওয়ামী লীগ মনোনিত প্রার্থী মি. সুধাংশু শেখর হালদার সম্পর্কে মিথ্যা ফতোয়া দিয়ে অশ্লিল ক্যাসেট আর ফ্লায়ার প্রকাশ করে, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নির্বাচনে যেতে বাধা দিয়ে মি হালদারকে জোর করে সেই নির্বাচনে হারানো হয়েছে।

দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী যদি জোট সরকারের মনোনিত প্রার্থী না হতেন তাহলে কী নির্বাচনে জয় লাভ করতে পারতেন? আমাদের বিশ্বাস তিনি ১০/১২ হাজারের বেশী ভোট পেতেন না। এটা সত্যি যে চারদলীয় জোট হওয়াতে সাঈদীদের মতো অনেক রাজাকাররা অতি সহজেই (বিলাইর ভাগ্যে দুধের পাতিল ভাজার মতো) নির্বাচনে জয় লাভ করতে পেরেছেন। শুধুই স্বার্থ আর ক্ষমতার জন্য বর্তমানের জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী মুক্তিযোদ্ধারা তাকে সমর্থন করেছে ভোট দিয়েছে। যদিও সাঈদী ৭১-এর রাজাকার এবং স্বাধীনতা বিরোধী। তিনি নির্বাচনের সময় তার এলাকায় বলেছেন 'ইসলাম এবং ঈমান রক্ষা করতে হলে তাকে ভোট দিতে হবে, তাকে ভোট দেওয়া হলেই নাকি আল্লাহকে ভোট দেওয়া হবে।' এরা নিজেই সংলোক দাবি করে বাংলার জমিনে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসে এদেশে আল্লার আইন আর সং লোকের শাসন কায়েম করার সংগ্রাম করে যাচ্ছেন বহু বছর ধরে অথচো সাঈদীরা কতটুকু সংলোক!! তা প্রমান পাওয়া যায় তাদের কর্মকাণ্ডে। তারা সং লোক না অ...স...ং।

এখন বাংলাদেশের মানুষের মাঝে স্পষ্ট হয়ে উঠছে এদেশ কি হতে চলছে? বাংলাদেশের মানুষ মৌলবাদী-ধর্ম ব্যবসায়ী, সম্ভ্রাসী-খুন আর ক্ষমতাসীনদের তাড়বে জিম্মি হয়ে আছেন। বাংলাদেশের মানুষ ক্ষমতাসীনদের অত্যাচারে থরো থরো কম্পমান। মানুষ ক্রমবর্ধমান বীভৎসতা থেকে বাঁচতে চায়। বাংলাদেশের মানুষ জানে, সুধাংশু শেখর হালদারের মতো জেন্টলমেন রাজনীতিবিদরা কখনো কোন দেশ কিংবা এলাকার জন্য বিষফোঁড়া হতে পারেন না। বিষফোঁড়ার চেয়ে ভবাবহ মরণব্যাদি ক্যান্সার হলো ধর্ম ব্যবসায়ী সাইদীর মতো রাজাকাররা। তারা ধর্মের দোহাই দিয়ে সারাদেশকে তালেবানি রাষ্ট্র গঠন করার পরিকল্পনা করছে। ফলে একের পর এক বোমা হামলা করে, হাত-পায়ের রগ কেটে, জবাই করে, হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে মানুষ মেরে সারাদেশে টেকনাফ থেকে তুতুলিয়া মৌলবাদী জিজিরা ইসলাম প্রতিষ্ঠায় মেখে উঠেছে। পৃথিবীর এমন কোন জঘন্য কাজ নেই যা তারা করছে না। মানুষের হাত পায়ের রগ কেটে দেওয়া থেকে ধর্ষন-খুন-রাহাজানি, দখল, সংখ্যালঘুদের বাড়ীঘর ভেঙে দেওয়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে-সিনেমা হলে বোমা মেরে মানুষ হত্যাকরা সহ দেশকে আফগানিস্তান করার জন্য সারাদেশে তারা স্বসস্ত্র তৎপরতা চালাচ্ছে। প্রায় প্রতিদিনের পত্রিকায় লোমহর্ষক বীভৎস সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে, এমন কী বিএনপির নেতা মন্ত্রীরা তাদেরকে সহযোগিতা করছে। সম্প্রতি বোহালখালির বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতার বাড়ি থেকে ১৮ জন জিজি মৌলবাদী কে অস্ত্র-এবং আপত্তিকর কাগজপত্রসহ পুলিশ গ্রেফতার করেছে এর মধ্যে আফগানে যুদ্ধ করেছে এমন জিজিরাও রয়েছে। অথচো বাংলাদেশের সরকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না, শুধু আইওয়াশের জন্য সাময়িক গ্রেফতার তৎপরতা চালানো হয়। নয়তো সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে এরা পাগল মানসিক ভারসাম্যহীন।

পাবনায় কে এই ধর্মীয় উন্মাদ!

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাবনাঃ পাবনায় ইউনুস আলী নামক এক ধর্মীয় উন্মাদকে গ্রেফতার করার পর পাবনা পুলিশ ও সফল মহলে তেলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। গ্রন্থ দেখা দিয়েছে সে কোন গোপন ইসলামী জঙ্গী সংগঠনের সদস্য কি না? শনিবার শহুরে পুতুল পূজা, দুর্গাপূজা করলে হিন্দুরের হত্যা করা হবে এবং সকল হিন্দু ধর্মাবলম্বীকে মুসলমান হওয়ার নির্দেশ জারি করে মাইকিং করার সময় পাবনা পুলিশ এই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ জানায়, ইউনুস আলীর বাড়ি বেড়া উপজেলার রাজনারায়ণপুর গ্রামে। তার বয়স আনুমানিক ৪২ বছর। পেশায় সে নিজেকে একজন বাবুর্চি হিসাবে উল্লেখ করেছে। পিতার নাম আবদুর রহমান ওরফে লেদু। সাদা পাঞ্জাবি, সাদা লুঙ্গি এবং সবুজ মাফলার পরিহিত ইউনুস আলী রিয়ার মাইক লাগিয়ে সকাল ১০টার দিকে শহুরে মাইকিং করতে থাকে। মাইকে সে "হযরত আব্দুল জিব্বাদ। হযরত আলী জিব্বাদ, দুর্গাপূজা-পুতুল পূজা বন্ধ হবে, হযরত আলীর নির্দেশ মতে দুর্গাপূজা পুতুল পূজা বন্ধ করার জন্য প্রকৃত হও এবং বন্ধ না করলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে" ইত্যাদি গোপান ব্যবহার করে। খবর পেয়ে সদর থানা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। তাকে ঈদিনি আদালতে সোপর্ন করা হলে আদালত তার জমিন নামজ্ঞার করে।

এদিকে পুলিশের হাতে উক্ত ব্যক্তি গ্রেফতার হওয়ার পর পুলিশ বিভাগসহ সকল মহলে তেলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। সে কোন গোপন ইসলামী জঙ্গী সংগঠনের সদস্য কি না, তা নিয়ে দেখা দিয়েছে নানা প্রশ্ন। পাবনা থানার দারোগা এবং মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম জানান, সে শহুরে একতা মাইক সার্ভিস থেকে ১০ টাকা দিয়ে মাইক ভাড়া করে বিভিন্ন স্থানে মাইকিং করে। নিজের টাকা দিয়ে মাইক ভাড়া করে সাম্প্রদায়িক উচ্চনিমিত্তক মাইকিং বা প্রচারবা কেন সে করতে গেল তাহলে কি সে কোন গোপন ইসলামী জঙ্গী সংগঠনের সদস্য? এরকম নানা প্রশ্ন পুলিশসহ সচেতন মহলে খুঁপাক বাচ্ছে। গ্রেফতার হওয়ার পর তার কাছে একটি এফিডেভিটের কাগজ পাওয়া গেছে। পাবনা নোটারি পাবলিকের কাছ থেকে এফিডেভিট করা উক্ত কাগজে লেখা রয়েছে "প্রতিজ্ঞাপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, আমি কাল-মহাসেব হিন্দু শত্রুকে খুঁচা করিয়া বহু জাতিকে এক মুসলমান জাতিতে রূপান্তর করার লক্ষ্যে এই ঘোষণাপত্র বহুল প্রচার অর্থে স্পাদন করিলাম।" ইউনুস আলীর স্বাক্ষরিত এই এফিডেভিটের ক্রমিক নং ১৯ এবং তারিখ ২৮/০১/২০০২ ইং উল্লেখ রয়েছে। পাবনার পুলিশ সুপার আলির উদ্দিন জনকর্তৃক বলেন, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির কথাবার্তা অসংলগ্ন। তবে তার মস্তিষ্কবিকৃত কিনা সে বিষয়ে কোন কাগজপত্র বা প্রমাণাদি পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং আরও তদন্তের জন্য আদালতের কাছে ৭ দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়েছে। তাকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

সুতরাং সাঈদীর মতো মানুষরাতো বাংলাদেশের জন্য এক ভয়াবহ ব্যাধি ক্যানসার। তাবৎ সমাজে তিনি ক্যান্সার বিস্তার করছেন যা এখন বাংলাদেশের সরলপ্রাণ মানুষ না বুঝলে অচিরেই বুঝবে কিন্তু তখন হয়তো আর সুফল পাবার সময় থাকবে না। জনাব সাঈদী নিজে বড় বড় ধর্মের বুলি আর ফতোয়া উড়ালেও তিনি নিজে এবং তাঁর পরিবার পরিজন কতটুকু ধর্মপ্রাণ তারই প্রমাণ পাওয়া যায় তার নির্বাচনী প্রচারণার জন্য তিনি একজন ইসলামের পণ্ডিত হিসেবে যা মিথ্যাচার করেছেন তা কোন প্রকৃত মুসলমান করতে পারেনা। তিনি সাধারণ সরলপ্রাণ মানুষকে ধর্মের নামে মিথ্যাচার করে প্রতারণা করেছেন। তিনি স্বাধীনতা-মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে মিথ্যা ফতোয়া দিয়ে শুধু বাংলাদেশের বিরোধিতাই করেননি ইসলামের বিরোধিতাও করেছেন। তিনি প্রতিবছর ইংলেন্ড-আমেরিকায় সফর করে প্রবাসী সরলপ্রাণ ধর্মভীরুদেরকে ধর্মের বয়ান শুনিয়ে লাখ লাখ টাকা পকেটে ভরেন। শুধু কি তাই? তিনি ইউরোপ- আমেরিকার বিরুদ্ধে বড় বড় কথা বললেও তার ছেলে আর স্বজনরা ইংলেন্ড-আমেরিকায় বসবাস করে সব ধরনের অপকর্মে লিপ্ত হচ্ছে যা সারা প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক -বেদনাদায়ক এবং লজ্জাকর। তার এক ছেলে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সরলতায় বন্ধুর সুন্দরী জী নিয়ে পালিয়ে গেছে যা বাংলা ইংরেজী পত্রিকার শিরোনাম হয়েছিল।

বাংলাদেশের জিজি সংগঠনগুলোর বিনাশি বিপদজনক তৎপরতা সম্পর্কে প্রায় প্রতিদিন বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকা গুলোতে লেখালেখি, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় লেখা হচ্ছে কিন্তু কাজের কাজ কিছু হচ্ছে কি?

এসব কি হচ্ছে

‘কি দিবে তোমারে ধর্ম’ আজকের প্রেক্ষাপটে প্রশ্নটি করতেই হচ্ছে? পৃথিবীতে সব ধর্মের শেষ কথাই হচ্ছে শান্তি-শান্তি এবং শান্তি। শান্তি হচ্ছে সবচেয়ে বড় মানব ধর্ম। ধর্ম মানুষের কল্যাণ করে, হিংসা বর্জন করতে শেখায়। প্রকৃত ধার্মিক ধর্মের মধ্যেই শান্তি খোঁজেন। আশ্রয় খোঁজেন। কিন্তু

আজ আমরা কি দেখছি? ধর্মকে যেদিন রাজনীতির অন্যতম হাতিয়ার বানানো হল সেদিন থেকেই প্রকৃত ধর্মের গায়ে কলঙ্ক ছিটিয়ে দেয়া হল। ধর্মের বর্ণের আড়ালে অ-ধর্ম আশ্রয় নিল। ঘাতকের নির্মম থাবা সেখানে লুকিয়ে থাকল। নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় যে ঘটনা শুক্তবার ঘটে গেল তা দেখে সভ্য মানুষ শিউরে উঠেছে। এরা কারা প্রকাশ্য দিবালোকে এত বড় সাহস দেখিয়ে গেল? শোনা যাচ্ছে, উক্ত কথিত সংগঠনটি নিষিদ্ধ। তাহলে কি ভাবে প্রকাশ্যে এমনভাবে হাতুড়ি যুদ্ধ চালিয়ে মানুষ হত্যা করে গেল? সরকার এক তথ্য বিবরণীতে জানিয়েছেন-এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ইতোমধ্যে তাদের এক তথ্যকথিত নেতাকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। খুবই ভাল কথা যে, সরকার ত্বরিত ব্যবস্থা নিয়েছেন, তাছাড়া সরকারকে কঠোর ব্যবস্থা তো নিতেই হবে। সরকারকে বিতর্কিত এবং বিব্রত করার এই জঘন্য প্রয়াস কারা চালালো? সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ কি করছে? গোয়েন্দা দপ্তরকে পালা-পোষার জন্য যে কোটি কোটি টাকা খরচ হয় সেটার তো অডিটও করা হয় না। অথচ সরকার এবং দেশের মানুষ তাদের কাছ থেকে কোন সেবাই পাচ্ছে না। একটার পর একটা ঘটনা দেশে ঘটছে। ইসলামের নামে জঙ্গি সংগঠনগুলো অরাজকতা-অস্থিরতা তৈরি করে চলেছে অথচ গোয়েন্দারা কুস্তকর্ণের নিদ্রায় রয়েছে। ঘটনা ঘটে যাবার আগেই তো এদের দমন করা প্রয়োজন। দেশে-বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি ধূলিসাৎ করার পায়তারা বন্ধ হওয়া এখন প্রয়োজন। এই সব কথিত সংগঠনগুলোর পেছনের শক্তির উৎস কোথায় গোয়েন্দারা সেটা খুঁজে বের করুন। প্রকৃত ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের আজ অসহায় অবস্থা। সরকারের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণটি এখন দেখার বিষয়। (সম্পাদকীয়-মানবজমীন ২৮.৯.২০০০)

ছাত্রী নিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষক উধাও

এরাও কী 'আওয়ামীহারা'?



হরতাল চলাকালে রাজধানীর সোনারগাঁও মোড়ে মহিলা আওয়ামী লীগ কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের অসভ্যতার একটি নমুনা - যুগান্তর

২০.৯.২০০৩

!!!!!! আধুনিক গণতান্ত্রিক মুসলিম দেশ- বাংলাদেশে ইসলাম রক্ষার নমুনা। ছবি যুগান্তর ২৪.৯.২০০৩ !!!!!!!

দেশে কোন ইসলামী জিজ্ঞা নেই : খতিব

বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব মাওলানা উবায়দুল হক বলেছেন, বিদেশের কাছে দেশের ভাবমূর্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য মাদ্রাসার নিরীহ ছাত্র ও শিক্ষকদের হয়রানি করা হচ্ছে। তাদেরকে আল-কায়েদা, ইসলামী জিজ্ঞা, হরকাতুল জিহাদসহ বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হচ্ছে। ইসলামের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর ষড়যন্ত্রের কারণেই এসব করা হচ্ছে। গতকাল জুমা'র নামাজের বয়ানে তিনি এ কথা বলেন। দেশে ৫০টির বেশি জিজ্ঞা সংগঠন সম্পর্কে খতিব বলেন, এগুলো মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। খতিব উবায়দুল হক বলেন, কোরআন-হাদিসের সংস্পর্শ ত্যাগ করে মুসলমানরা এখন কবি নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করে। তাদের জন্য জয়ন্তী এবং মৃত্যুবার্ষিকী ঘটা করে পালন করে। নজরুল বা রবীন্দ্রনাথের ভক্ত হওয়া খারাপ বা অন্যায় কিছু নয়। তবে আল্লাহ ও তার রাসূল (সা:)-কে বাদ দিয়ে নয়। খোদাদ্রোহী শক্তির নিযুক্ত এজেন্টরা মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য

বইয়ের প্রকাশনা উৎসব করে। বারবার তাগিদ দেয়ার পরও সরকার কোন পদক্ষেপ নেয়না। নীরব ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। দেশের কোটি কোটি মানুষের দাবি 'ইসলামী' আইনের ব্যাপারেও সরকার থাকছে নীরব। তিনি আরও বলেন, একদিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে অন্যদিকে মন্ত্রীরা গান্ধী আশ্র মে ঘটা করে উৎসব পালন করেন। খতিব উবায়দুল হক সরকারের প্রতি অনৈসলামিক কার্যক্রম বন্ধ, ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা বাজেয়াপ্ত ঘোষণা, বিভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষকদের নির্যাতন বন্ধ করা এবং ইসলামী আইন অবিলম্বে কার্যকর করার দাবি জানান। **মানবজমীন ২৪.৯.২০০৩**

প্রিয় পাঠক, দেখুন বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ মসজিদের খতিব কি রকমের মিথ্যাচার করছেন! তাঁরমতে 'বাংলাদেশে কোন জিজ্ঞা নেই। সবই ইসলাম ধর্মসের পায়িতারা'। দেশের সংবাদমাধ্যমগুলো তা হলে মিথ্যাচার করছে? প্রতিদিন যে জিজ্ঞাদের অপ্রতিরোধ্য আক্রমণ সবই কি মিথ্যে? হাতুড়ি দিয়ে জকম করে মেরে ফেলেছে তা কি মিথ্যে? বিভিন্ন জায়গায় বোমা হামলা করে হত্যা করেছে তা কি মিথ্যে? বাংলাদেশ আফগান বানানোর মিছিল কি মিথ্যে?



মাওলানা আবদুল রউফ

পাকিস্তানে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে
আফগানিস্তানে যুদ্ধ করেছে
বোয়ালমারীতে অটক জঙ্গি নেতার স্বীকারোক্তি

আমরা জানি এবং পড়েছি ইসলাম শান্তির ধর্ম। কিন্তু কিছু নেতারা যা করছেন তা কি শান্তির ধর্ম হিসেবে প্রমাণিত করছেন? মানুষকে হত্যা করা, ধর্ষন করা, হাত পায়ে রগ কেটে দেওয়া হাতুড়ি দিয়ে জকম করে মেরে ফেলা কি ইসলাম ধর্ম বলেছে। আমরা বাংলাদেশের দিকে থাকলে দেখতে পারবো ইসলামী জিজ্ঞা সংগঠনগুলো এমন কোন জঘন্য কাজ পৃথিবীতে নেই যা করছে না। শুধু কি তাই তাদের নিজের মধ্যে রয়েছে ইসলাম বিরোধী কার্যক্রম। ক্রম বর্ধমান মৌলবাদীদের সশস্ত্র মহরা সারাদেশের মানুষ উদ্ভিগ্ন, ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে ত্রিশ লাখ শহীদের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতায় থাকার জন্য কারণে-অকারণে ধর্মকে ব্যবহার করেছে, সন্ত্রাসী রাজনীতির স্বার্থে ব্যাঙের ছাতার মতো সারাদেশে মাদ্রাসায় ছেয়ে যাচ্ছে আর সেগুলোতে প্রকৃত ধর্ম এবং সুশিক্ষার না দিয়ে অস্ত্র আর ধর্মান্ধতার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যা পাকিস্তান আমলেও ধর্মের নামে এমন অরাজকতা দেখা যায়নি। বাংলাদেশে একটি ইসলামী জিজ্ঞা সংগঠন অন্য ইসলামী জিজ্ঞা সংগঠনকে বলছে এরা ইসলামের দুশমন, কাফের। আবার কোন কোন স্থানে একটি সংগঠনের বিরুদ্ধে আরেকটি সংগঠন ফতোয়া দিচ্ছে, এক সংগঠন অন্য সংগঠনের মসজিদে বিস্টা লেপে দিচ্ছে। অথচো এরা সবাই বাংলার জমিনে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে চায়। সাম্প্রতিক একটি ঘটনার উল্লেখ করে লেখার সমাপ্তি করবো সারাদেশে হিন্দু

সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসবের আয়োজন যখন চলছে ঠিক তখনই দেশের বিভিন্নস্থানে মূর্তি ভাঙাতো চলছেই তারমধ্যে সবচেয়ে আলোচিত ঘটনাটি ঘটে গেলো অতিসম্প্রতি পাবনা শহরে। প্রকাশ্য দিবালোকে মাইকিং করে দুর্গাপূজো বন্ধ করতে এবং সব হিন্দু ধর্মাবলম্বীকে মুসলমান হওয়ার আহ্বান করে ইউনুস আলী নামক এক লাদেন ভক্ত গত শনিবার প্রকাশ্য দিবালোকে পুতুল পূজো, দুর্গাপূজো করলে হিন্দুদের শাস্তি দেয়া হবে এবং সব হিন্দু ধর্মাবলম্বীকে মুসলমান হওয়ার নির্দেশ জারি করে মাইকিং করেছে। হিন্দু সম্প্রদায়ে দুর্গা পূজার বিরুদ্ধে হাজার হাজার প্রচারপত্র বিলি করেছে। এ ব্যক্তি নিজেকে লাদেন ভক্ত এবং আমৃত্যু ইসলামের জন্য এসব কাজ করে যাবে বলে নটরী পাবলিকের মাধ্যমে অজ্ঞিকার করেছে মূল্যবান স্টাম্প স্বজ্ঞানে। যদি এই প্রচারপত্র বিলির সময় পাবনা পুলিশ ইউনুস আলীকে গ্রেফতার ও আদালতে সোপর্দ করে। গ্রেফতার হওয়ার পর পরই সরকার এবং একটি দলের শীর্ষস্থানীয় নেতারা তার মামলাকে হালকা করে আইনের হাত থেকে সহজেই বাঁচানোর জন্য বলা হচ্ছে সেই লোকটি ‘ধর্মীয় উন্মাদ’ আবার বলা হচ্ছে লোকটি ‘মস্তিষ্ক বিকৃত’। বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে এরকমের উক্তি নতুন না হলেও পাকিস্তান আমল থেকে বিগত ৩০ বছর তা শোনা যায়নি। এখন হিন্দু সম্প্রদায়ের দেবতার মূর্তি ভাঙালে, মন্দির ভাঙালে এবং উগ্র ধর্মীয় সন্তাসীদেরকে জনতা ধরতে পারলে সরকার তাদেরকে বাঁচানোর জন্য বলে ‘মস্তিষ্ক বিকৃত’ ‘মানষিক ভারসাম্যহীন’ নয়তো ধর্মীয় উন্মাদ। পাবনার সাম্প্রতিক ঘটনায় সারা দেশের মুক্তমনের মানুষরা প্রকাশ্য দিবালোকে এরকমের মাইকযোগে উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রচারণায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

পাঠক, পরিশেষে বলতে চাই, এসব প্রধান মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী. চার দলীয় জোটের নেতা-কর্মীরা কেউকী ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল? ক্ষমতায় থাকার জন্য এরা পবিত্র ধর্ম শুধু ব্যবহার করছেন, ঠকাচ্ছেন বাংলাদেশের সরলপ্রাণ ধর্মভীরু মানুষকে। প্রতিদিন এই ধর্মের নামে রক্তের হোলিখেলা বেড়েই চলছে। বাংলাদেশের মানুষ জানেনা, আর কোনদিন এসব ধর্মান্ধতা থেকে মুক্তি পাবেনা কি-না? ফের বাংলাদেশের হাজার বছরের বন্ধন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বসবাস করতে পারবে কি না? তবুও আশায় আশায় হয়তো বেঁচে থাকতে হবে, থাকতে হয় বলে। অন্ধকারের আচ্ছাদনে সবসময় পৃথিবী ঢেকে থাকে না চিরকাল একসময় আলোকিত হয়, আমরাও সেই আলোর প্রত্যাশায় থাকবো যুগ-যুগান্তর, জন্ম-জন্মান্তর।

সদেরা সূজন- ফ্রি ল্যান্স সংবাদপত্র কর্মী

মন্দিয়াল. ২৯.৯.২০০৩